দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 03 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

অনগ্রসর প্রাথমিক শিক্ষা

মকবুলা পারভীন

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত এক জরিপে জানা গেছে, গত শিক্ষাবর্ষে নেত্রকোনা জেলার ১০টি থানায় প্রায় ৬১ হাজার শিশু কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। তথ্য মতে, নেত্রকোনা জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬শ' ৩৪, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪শ' ৪৪ এবং বেসরকারী রেজিস্ট্রেশন পর্যায়ে রয়েছে ১শ' ৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গত শিক্ষাবর্ষে ঐ জেলায় স্কুলে যাবার উপযুক্ত শিশুর সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ২৪ হাজার। এদের মধ্য থেকে স্কুলে ভর্তি হয়েছে ৩ লাখ ৬৩ হাজার। বাদবাকী শিশুরা স্কুলে যায়নি, ভর্তি হয়নি বা হতে পারেনি।

সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বর্তমানে দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯২ সন থেকে নেয়া এই মহতী কর্মসূচীর ৫ বছর পেরিয়ে গেলেও সাফল্য কম। এই কর্মসূচীর সাফল্য কোন জেলাতেই ১০০% নিশ্চিত হয়নি। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। যার মূল কথা ছিলঃ 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।'

লেখাপড়ার সঙ্গে 'জীবনমান' শব্দটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। স্কুলে ভর্তি হওয়া কোন সমস্যা নয়। স্কুলে নাম লিখে দিলে ভর্তি হওয়া যায়। স্কুলে পড়ার প্রধান বাস্তব শর্ত হচ্ছে ছাত্রের অভিভাবকের আর্থিক সঙ্গতি ভালো থাকা। 'কোন রকম ভালো' হলেও একজন ছাত্র স্কুলে যেতে পারে। স্কুলের বিনা মূল্যের বই ছাড়াও একজন ছাত্রের জন্য অন্ততঃ দু'বেলা আহারের, দু'টি প্যান্ট আর একটি শার্টের, প্রয়োজনীয় পেন্সিল ও খাতাপত্রের প্রয়োজন। গ্রামীণ দরিদ্র নিঃস্ব জনসাধারণের পক্ষে তাই স্কুলে ছাত্র পাঠানোর তাগিদ বিদ্রূপ সমতুল্য। এদের অনেকেই কৃষি কাজের দৈনন্দিন শ্রমিক হওয়ায় ভূ-মালিকের কাছ থেকে দিনাবসানে শ্রমের অল্প অর্থই যথাযথভাবে আদায় করতে অক্ষম। বাকী, ধারে-দেনায় এরা জর্জরিত। এর উপর অনাহার, অর্ধাহার তাদের দৈনন্দিন উপহার। এদের ছেলেমেয়েরা কোনভাবে অপুষ্টি ও কঠিন ব্যাধি এড়িয়ে ৭/৮ বছরে গড়ালে অন্ন চিন্তায় এসব শিশুদের কাজে লাগানো হয়। এতে তারাও অন্ন সংস্থানের কাজে জড়িয়ে যায়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এদের অভিভাবকদের বিরুদ্ধে শত আইন করলেও তা বাস্তবায়িত না হবার পক্ষে প্রথম কারণ হচ্ছে কঠিন দারিদ্র্য।

আপনারা যদি গ্রাম সফর করেন তবে দেখতে পারেন, কিছু কিছু স্থান ব্যতীত অনেক স্থানে ভাঙ্গা চালা আর ভাঙ্গাচোরা বেঞ্চ নিয়ে বেড়াবিহীন কিছু ঘর। ঐগুলোই হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। হয়তো স্কুলের মাঠে ছাগল, গরু চরতে দেখা যাবে। শিক্ষকের অনুপস্থিতি আর দু'একজন উদাস শিক্ষকও দেখা যাবে, গুটিকয় হতদরিদ্র ছেলেমেয়েও দেখা যাবে। আপনি হয়তো দেখবেন, রুমের বালাই না থাকায় ক্লাস শুরু হলে কোন কোন শিক্ষক বলবে, 'যোগ অংক কেমন করে তা ঐ ক্লাসের টিচারেরটা দেখে শিখে নে।' পাঠক, বাংলাদেশের অনেক স্কুলের এই দীনতা কাল্পনিক নয়, এটাই বাস্তব সত্য। তবে এর বিপরীত চিত্রও আছে।

কোন কোন স্থানে প্রাথমিক শিক্ষালয়ের পর্যাপ্ত শিক্ষক এবং উপযুক্ত বেঞ্চ, দালান সবই আছে। যে গ্রামে প্রভাবশালী লোক আছে, উপরে ধর্না দেবার মত লোক আছে, সে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা কম এবং ঐসব বিদ্যালয়ে ছাত্ররা শিক্ষার জন্য গমন করে থাকে।

শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জাতির জন্য অপরিসীম। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ঢাকবাদ্য পিটিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনের জন্য প্রচার-প্রপাগাণ্ডাও মন্দ নয়। তবে প্রচার-প্রপাগাণ্ডার আগে কিছু নীরব কাজের প্রয়োজন ছিল, আছে। এগুলো হচ্ছে, দারিদ্র্য নির্মূল করা, স্কুল ঘর নিরাপদ করা, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা। এই ৪টি শর্ত পূরণ হলে প্রাথমিক শিক্ষার মূল বাধাই অপসারিত হবে। থানা শিক্ষা অফিস থেকে বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা চালু রাখা প্রয়োজন। শিক্ষা বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত ও হটকারী সিদ্ধান্তমুক্ত করা হলেও প্রাথমিক শিক্ষায় গতি সঞ্চারিত হবে বলে আশা করা যায়।